আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ’এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবৃতি

- আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ -

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন –

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ : عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

আমার উম্মতের দুইটি দল এমন রয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন। একটি হচ্ছে ওই দল, যারা হিন্দুস্তানের লড়াই করবে, অপরটি হচ্ছে যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গী হবে।

আজ “পিরপাঞ্চাল” - *হিমালয় পর্বতের জম্মু কাশ্মিরের অংশের পর্বতরাজি-অনুবাদকের সংযোজন* -এর চূড়াসমূহ থেকে আবারো এই কথার এলান করা হচ্ছে যে, কাশ্মিরের জিহাদ সকল তাগুতি গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাব ও বলয় থেকে মুক্ত।

আরও একটি জিহাদি দল *“আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ”* গঠন করা হয়েছে। *আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ’* এর প্রতিষ্ঠা ইনশা আল্লাহ কাশ্মির জিহাদের ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং আল্লাহ তাআলার-ই সাহায্যে আমরা এই জিহাদকে হিন্দুস্তানের সর্বশেষ কোণায় নিয়েই তবে দম নিবো ইনশা আল্লাহ। এবং বিইজনিল্লাহ এই জিহাদ-ই কাশ্মির ও হিন্দুস্তানের বিজয়ের কারণ হবে।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ কোন পৃথক মানহাজ নয়, বরং উম্মাহর সন্তানদের অঙ্গীকার হল এই যে, “হক বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ”। *আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ* এই পয়গামের-ই একটি অংশ, যার জন্য কাশ্মিরের প্রত্যেক মুজাহিদ নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছেন। আর সেই পয়গাম হচ্ছে “আল্লাহ ছাড়া কোন ইবাদতের উপযুক্ত মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল”

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ শুধুমাত্র জিহাদি স্বার্থসমূহে কাজ করবে। আমরা কোন রাষ্ট্র বা গোয়েন্দা সংস্থার দিকনির্দেশনায় জিহাদের রোখ/গতি পরিবর্তন করবো না। অতঃপর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আমরা

কৃষক/সাফল্য ও কল্যাণের একটি দেয়ালের ন্যায় বিদ্যমান থাকবো। আমরা কাশ্মির ও সারা পৃথিবীর মুসলমানদের ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান করছি। আমরা আশা করি মুসলমানগণ জান ও মাল দ্বারা জিহাদে সাহায্য করবেন। পৃথিবীর যে কোন অংশে লড়াইকারী যে কোন মুজাহিদ আমাদের ভাই।

- আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমুহ একেবারে স্পষ্ট -

১। এই সংগঠন কালেমায়ে তাওহীদ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”’র দিকে আহবানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং শিরক, মুশরিকিন ও তাদের সকল বাতিল মা’বুদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করছে।

২। এই সংগঠন নিজেদের আকিদা ও মানহাজ, উসুল ও মূলনীতি’র ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র অনুসারী।

৩। এই সংগঠন একটি স্বাধীন সংগঠন, যারা নিজেদের সকল ফায়সালা মজলিসে শুরার অধিনে কুরআন, সুন্নাহ, আসলাফের বুঝ ও উলামায়ে উম্মাতের ফাতাওয়া ও দিকনির্দেশনায় পরিচালিত করে।

৪। এই সংগঠন শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’কে ফরজে আইন মনে করে এবং সাধ্য অনুযায়ী কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদকে সওয়াবের কারণ মনে করে।

৫। আমাদের জিহাদ কোন জাতিয়বাদ বা দেশের জন্য নয়, এবং তাগুতে আকবর জাতিসংঘের কুফরি সংস্থাগুলোর অধিনস্তও নয়, এবং কোন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্যও নয়।

আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য এও নয় যে, এক তাগুত থেকে আজাদি অর্জন করে আরেক তাগুতের সাথে সংযুক্তি। বরং আমাদের জিহাদের মাকসাদ ওই সকল বিষয় থেকে অনেক দূরে ও মুক্ত। আমরা আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করা ও আল্লাহর দ্বীনের হাকিমিয়্যতকে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করি।

৬। এই সংগঠন কোন আঞ্চলিক সংগঠন নয়, যারা মানুষের টেনে দেওয়া সীমান্তসমূহের মাঝে-ই থেমে থাকবে, বরং এই সংগঠন তাওহীদের আকিদা বহনকারী, এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র যে কোন সদস্য এই সংগঠনে যোগ দিতে পারেন। চাই তিনি যে কোন বংশ অথবা গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখুন না কেন!

৭। এই সংগঠন জিহাদের নেতৃবৃন্দের অভিভাবকত্ব, দিকনির্দেশনা ও সমর্থনকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করবে। শরীয়তে মুতাহহারাহ'র আলোকে নিজেদের সকল শক্তি দিয়ে নিজেদের ফরজ কর্তব্য আদায় করবে। এবং যে কোন ভুলত্রুটির ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও মুসলমানদের কাছে উজর পেশ করে যাবে।

৮। এই সংগঠন কুফফার ও মুরতাদদের পাশাপাশি নসিহাহ ও দাওয়াহ'র কাজও আঞ্জাম দিবে। এবং শরীয়ত মুতাবেক হওয়া যে কোন কাজের ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না।

৯। এই সংগঠন অনৈসলামিক ও ইসলামের বিপরীত শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। চাই তা গণতন্ত্রের নামে হোক অথবা অন্য যে কোন নামে হোক, আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

১০। এই সংগঠন নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও টার্গেটের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত। এই সংগঠনের নিশানায় রয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মি, পুলিশ ও প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কাশ্মির ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর জুলুমের ব্যাপারে শরীক রয়েছে।

ইনশা আল্লাহ এই সংগঠন মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে কাশ্মির ও ভারতের মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির কারণ হবে এবং তাঁদের জন্য একটি বরকতময় ভবিষ্যতের কারণ হবে।

কাশ্মির ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ এই সংগঠনের মুজাহিদদের উপর ফরজ। এবং আমরা উম্মতের সাথে কৃত এই ওয়াদাকে নিজেদের রক্ত দিয়ে পূর্ণ করবো।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

- আগস্ট ২০১৭ ইংরেজি -

AL HIKMAH MEDIA